তারিখ 24 JUN 2016
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৩

সংবাদ

কেশবপুর : নানা সংকটে জর্জরিত মূলগ্রাম মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ভবন -সংবাদ

মূলগ্রাম মাধ্যমিক বিদ্যালয়

শ্রেণীকক্ষ আসবাবপত্রসহ নানা সংকট : লেখাপড়া ব্যাহত

প্রতিনিধি, কেশবপুর (যশোর)

যশোরের কেশবপুর উপজেলার মূলগ্রাম মাধ্যমিক বিদ্যালয়টি শিক্ষার্থীদের লেখাপড়ায় দীর্ঘ ৪২ বছর ধরে ধারাবাহিকভাবে সাফল্য দেখিয়ে চললেও এর প্রাচীর, শ্রেণী কক্ষ আসবাবপত্রসহ নানাবিধ সংকটে পাঠদান চরমভাবে ব্যাহত হচ্ছে। দীর্ঘদিনেও প্রতিষ্ঠানটির অবকাঠামোর কোনো উন্নয়ন হয়নি। ফলে শ্রেণী কক্ষের অভাবে বহুমুখী এ প্রতিষ্ঠানটির ৪ শতাধিক শিক্ষার্থীর মাঝেমধ্যে খোলা আকাশের নিচে পাঠদান করাতে হয়।

বিদ্যালয়ের অফিস সূত্রে জানা গেছে, কেশবপুর সদর ইউনিয়নের মূলগ্রামে ১৯৭৩ সালে এলাকাবাসীর সহযোগিতায় মূলগ্রাম মাধ্যমিক বিদ্যালয়টি স্থাপিত হয়। ১৯৯৫ সালে বিদ্যালয়টির ৩ কক্ষ বিশিষ্ট একটি একাডেমিক ভবন নির্মাণ করা হয়। বিদ্যালয়টির জেএসসি ও মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট পরীক্ষায় ধারাবাহিক সাফল্যের কারণে অভিভাবকরা এ বিদ্যালয়ে তাদের সন্তানদের ভর্তি করাতে আগ্রহী হয়ে ওঠেন। প্রতিষ্ঠানটিতে ১২ জন শিক্ষক ও ৪ জন কর্মচারী রয়েছেন। বর্তমান বিজ্ঞান, কমার্স ও জেনারেল শাখায় চার শতাধিক শিক্ষার্থী অধ্যয়নরত রয়েছে। মাঝেমধ্যে কক্ষ সংকট দেখা দিলে মাঠের মধ্যে খোলা আকাশের নীচে শিক্ষার্থীদের পাঠদান করাতে হয়। এছাড়া বর্তমান বর্ষা মৌসুমে কক্ষ সংকটের কারণে শিক্ষার্থীদের গাদাগাদি করে শ্রেণী কক্ষে পাঠদান করতে হয়।

দশম শ্রেণীর শিক্ষার্থী হাসিবুল ইসলাম জানায়, তার স্কুলে এক রুমে শিক্ষকরা অতিরিক্ত ক্লাস নিয়ে থাকেন। কিন্তু পর্যাপ্ত বেঞ্চ না থাকায় ছেলেমেয়েরা পাঠদানে অমনোযোগী হয়ে পড়ে। স্কুলটি মেইন সড়কের পাশে অবস্থিত হলেও দীর্ঘদিনেও এর সীমানা প্রাচীর নির্মাণ করা হয়নি। ফলে ছেলেমেয়েদের ঝুঁকির মধ্যে খোলাধুলা করতে হয়।

সহকারি প্রধান শিক্ষক স্বপন মণ্ডল বলেন, প্রতিষ্ঠানটির ১৩টি শ্রেণিকক্ষের প্রয়োজন থাকলেও আছে মাত্র ৯টি। এরই মধ্যে চার শতাধিক শিক্ষার্থীর পাঠদান করাতে গিয়ে হিমশিম খেতে হয়। মফস্বলের স্কুলগুলোর মধ্যে তার স্কুলেই প্রজেক্টরের মাধ্যমে ক্লাস নেয়া হয়ে থাকে। এ প্রতিষ্ঠানে বিজ্ঞান বিভাগ চালু থাকলেও নেই বিজ্ঞানাগার, তথ্য ও প্রযুক্তি বিষয় চালু থাকলেও নেই কোনো কম্পিউটার রুম, খেলার মাঠ সংস্কারসহ প্রাচীর, শ্রেণী কক্ষ, বেঞ্চ, আসবাবপত্র, লাইব্রেরি সমস্যাই এ প্রতিষ্ঠানের এখন সবচেয়ে বড় সমস্যা।

বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক দীন ইসলাম বলেন, বহুমুখী এ প্রতিষ্ঠানে শত বাঁধার পরও জেএসসি ও এসএসসি পরীক্ষায় প্রতি বছরই শতভাগ শিক্ষার্থী পাস করে থাকে। চলতি বছর এসএসসি পরীক্ষায় ৫ জন শিক্ষার্থী জিপিএ-৫ পেয়ে উত্তীর্ণ হয়। এ প্রতিষ্ঠানে ছেলেমেয়েদের বিনা বেতনে পড়ানো হয়ে থাকে। ফলে ফান্ডে কোন টাকা নেই। তারপরও শিক্ষকদের টাকায় নির্মিত মূল ভবনের টিন সেডের ঘরটির টিন প্রতিবছরই সংস্কার করতে হয়। প্রতিষ্ঠানটির সমস্যা চিহ্নিত করে শিক্ষা অধিদপ্তর, জেলা শিক্ষা অফিসারসহ একাধিক দপ্তরে আবেদন করা হয়েছে। তিনি প্রতিষ্ঠানটির অবকাঠামো উন্নয়নে জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ইসমাত আরা সাদেক এমপি'র আশু হস্তক্ষেপ কামনা করেছেন।

এ ব্যাপারে উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা নাজমুল হক বলেন, প্রতিষ্ঠানটির সমস্যার কথা উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানানো হয়েছে। প্রতিষ্ঠানের সভাপতি চেয়ারম্যান অধ্যাপক আলা উদ্দীন জানান, তার আমলে হাইসওয়ার অর্থায়নে একটি অত্যাধুনিক টয়লেট নির্মাণ করা হয়েছে। চেয়ার ও বেঞ্চ দেয়ার পরিকল্পনা রয়েছে।